আসল হিরো

ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

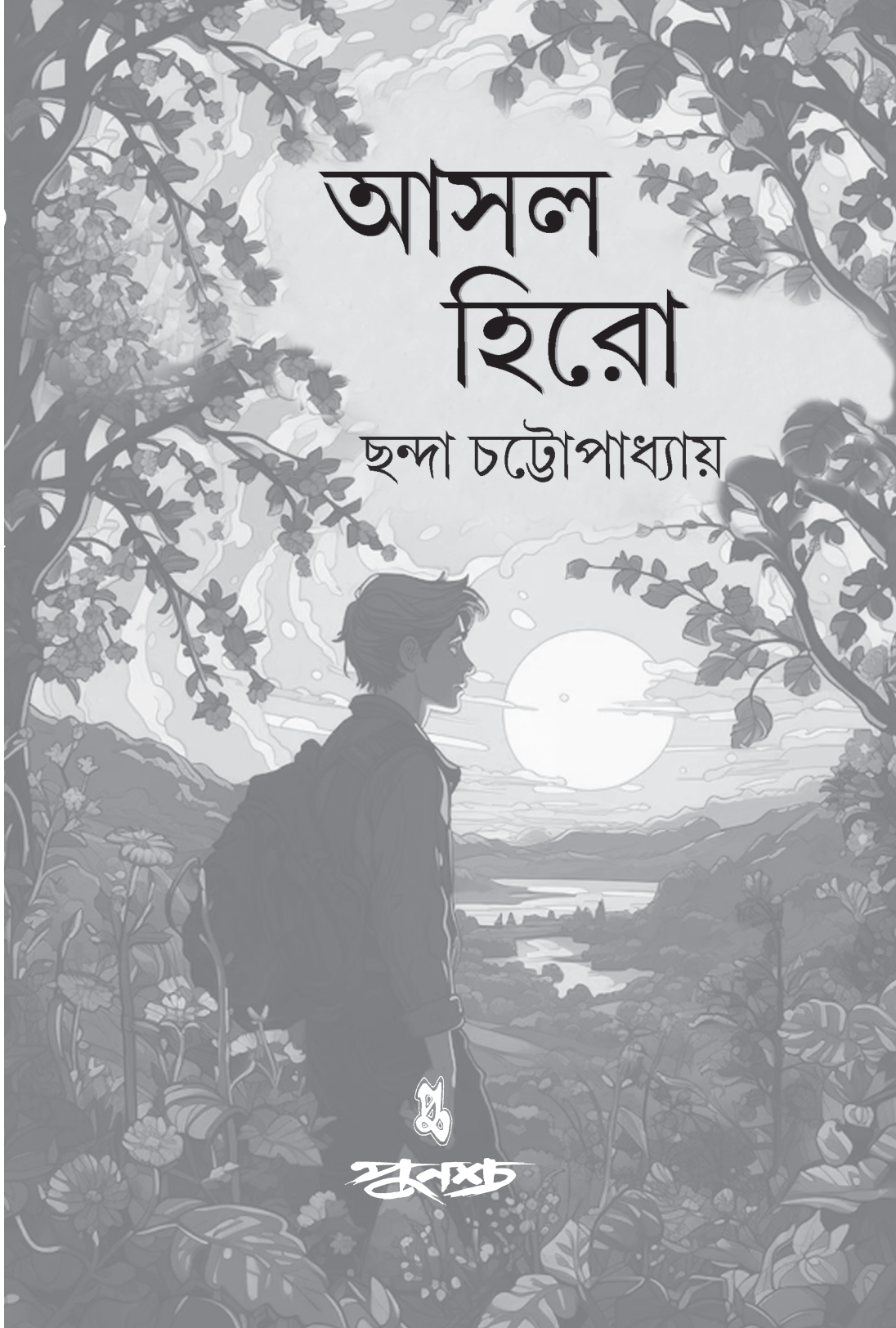

পুনশ্চ

সূচিপত্র

ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট	৯
সত্যিকথা	৩৯

ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট

সীমান্ত ওরফে সন্তুর খুব পছন্দের জায়গা স্কুল। দু-একদিন স্কুল ছুটি থাকলে ঠিক আছে। বেশিদিনের স্কুলছুটিতে সন্তু হাঁপিয়ে ওঠে। পুজোর ছুটিতে এত সমস্যা হয় না। কারণ ওইসময় চারিদিকে বেশ খুশি খুশি পরিবেশ থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মের ছুটিতে খুব বোর হয়ে যায়। ছেলের এই স্কুলপ্রীতিতে জিগীষা বেশ অবাক হয়। বাড়ির পরিবেশ যদি মনোমতো না হয়, তাহলে অনেকটা সময় স্কুলে কাটানোর একটা যুক্তি থাকে। কিন্তু শুধু সন্তুর যাতে কোনো সমস্যা না হয়, সেকথা ভেবেই সরকারি হসপিটালের বাঁধা মাইনের চাকরি ছেড়ে জিগীষা বাড়িতেই চেম্বার করে নিয়েছে। সপ্তাহে একদিন সন্তুর স্কুলে ফ্রি ট্রিটমেন্ট করে জিগীষা। বাচ্চাদের লেখাপড়ায় অমনোযোগ, ডিপ্রেশন, ক্রাইম ট্রেন্ড এসব নানান কারণে এখন সব স্কুলে বাধ্যতামূলক সাইকিয়াট্রি চেক-আপ।

শুভদীপের খবরটা পাবার পর কাল সন্ধে থেকে মা-ছেলে দুজনেই খুব খুশি এবং গর্বিত। শুভদীপ সেন্ট্রাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিমের উচ্চপদে

চাকরি করে। অত্যন্ত মেধাবী, সাহসী,দেশপ্রেমী মানুষ। গত পনেরো দিন ধরে হিমালয়ের ধসে সুড়ঙ্গে আটকে থাকা মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে সুড়ঙ্গ থেকে বের করে আনা খুবই কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল। নানারকম চেষ্টার পরে সর্বশেষ আশা ছিল শুভদীপের নেতৃত্বে এই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিমের অ্যাকশন। সারা দেশ তাদের দিকে তাকিয়েছিল। অবশেষে সাফল্য এল। গত ক'দিন তাদের সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ হয়নি শুভদীপের। রওনা হবার আগে জিগীষার কাছে শুধু একটা মেসেজ এসেছিল— আশা করি নির্বিঘ্নে কাজ শেষ করে ফিরে আসব। তোমরা ভালো থেকো।

এরপরে গতকাল মোবাইলে প্রথম মেসেজটা এল— বিপদ কেটে গেছে। পরে ফোন করছি।

তারপর থেকে টিভির নিউজ চ্যানেল, মোবাইল, সর্বত্র শুভদীপের ছবি আর ইন্টারভিউ-এর ছবি। আজ সকালে সব নিউজ পেপারের ফার্স্ট পেজে তার বাবার ছবি দেখে খুশিতে আপ্লুত সন্তু। অত্যন্ত খুশি জিগীষাও। মুখে প্রকাশ না করলেও কোনো বড়ো-সড়ো ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ইভেন্টে শুভদীপ গেলে ভেতরে একটা টেনশন কাজ করে। সন্তু যাতে কিছু টের না পায়, তারজন্য জিগীষা নিজেকে সামলে রাখে।

ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে যাঁরা থাকেন, তাদের বাঁধাধরা কোনো ছুটি থাকে না। কারণ ডিজাস্টার তো জানিয়ে আসে না। তবে একটা বড়ো ইভেন্টের পরে বেশ কয়েকটা দিন ছুটি নিয়ে বাড়ি আসে শুভদীপ। ছেলের বয়স এখন বারো বছর। ক্লাস সেভেনে পড়ে। এই বয়সে হিরোয়িক কাজকর্মের প্রতি আকর্ষণ শুরু হয়ে যায়। তার বাবা তার কাছে গ্রেট হিরো। এতদিন মায়ের মতো ডাক্তার হবে ঠিক করেছিল। যত বড়ো হচ্ছে 'এইম ইন লাইফ' যেন বদলে যাচ্ছে। বাবার মতো ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট-এর দিকে ঝুঁকছে। সন্তু ভাবে, ডাক্তাররাও মানুষের জীবন রক্ষা করে। কিন্তু ডিজাস্টার থেকে উদ্ধার করায় অন্যরকম একটা থ্রিল আছে।

জিগীষা বলে, মানুষের ভালো করার জন্য পেশার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানবসেবার ইচ্ছা। তা না হলে ডাক্তারদের এখন এত দুর্নাম কেন? আমাদের ছোটোবেলাতেও দেখেছি বহু ডাক্তার চ্যারিটেবল ডিসপেনসারিতে সার্ভিস দিতেন। এখন তেমন শোনাই যায় না। অথচ ডাক্তারদের যত সমাজসেবার সুযোগ আছে, অন্য কোনো পেশায় নেই।

সন্তু মায়ের কথার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু কিছুদিন হল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসের কথা মাথায় এলেই তার বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত

শিহরন হয়। আর আজ বাবাকে দেখার পর থেকে মনের মধ্যে সেই ইচ্ছাটা আরও তীব্র হয়ে উঠছে। সে ঠিক করে নিয়েছে এবার বাবা বাড়িতে এলেই বাবার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলবে।

স্কুলগেটে ঢোকার সময় প্রিন্সিপাল স্যারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অন্যদিন